দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা মধ্যবিত্তের নাগালে নেই

॥ রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি ॥

প্রতিবছর ধাপে ধাপে ভর্তি ফি, বেতন বাড়ার কারণে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা। অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে ব্যবসা করছেন একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। বিভিন্ন বিদেশি স্কুলের নাম ব্যবহার করে এসব স্কুল কর্তৃপক্ষ লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, ইংরেজি মাধ্যমগুলোর সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবেই মনগড়া নিয়ম-কানুন আর ইচ্ছেমত বিভিন্ন ফি নির্ধারণ করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ঘুরে এক স্কুলের সঙ্গে আরেক স্কুলের নিয়ম-কানুন বা বেতনেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রতিবছর চক্রাকারে বেতন বাড়ছে ৪ থেকে ৬শ' টাকা করে। একই চিত্র ভর্তি ফি'র বেলায়।

উত্তরায় অবস্থিত আলোচিত ইংরেজি মাধ্যম স্কলাসটিকায় কেজি টু'র বেতন ৪ হাজার ২'শ টাকা যা গতবছর ছিল সাড়ে ৩ হাজার টাকা। এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে ভর্তি বা বার্ষিক চার্জ ১৫ হাজার ৬'শ ৭৫ টাকা। এখানেও রয়েছে ৪.৫ শতাংশ ভ্যাট। স্কলাসটিকায় প্লে গ্রুপে নতুন ভর্তি হতে লাগে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। সেইসঙ্গে সিকিউরিটি রয়েছে ৭ হাজার টাকা।

ধানমন্ডি ৩১ নম্বরে অবস্থিত মাস্টারমাইন্ডের ক্লাস টু'র বেতন ৬০০ টাকা বেড়ে ৪.৫ শতাংশ ভ্যাটসহ ৪২০০ টাকা হয়েছে। যা গতবছর ছিল ৩৬০০ টাকা। মাস্টার মাইন্ডের ভর্তি ফি হয়েছে ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা।

সানবিম রাজধানীর আলোচিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এ স্কুলটিতে প্রথম শ্রেণীর বেতন ৫ হাজার টাকা, পঞ্চম শ্রেণীর বেতন সাড়ে ৫ হাজার টাকা। এছাড়া সেশন ফি ১২ হাজার টাকা। তবে শিক্ষার্থীরা ৬ হাজার টাকা করে দুবারে পরিশোধ করতে পারবে।

গুলশানে অবস্থিত সিটি স্কুল ইন্টারন্যাশনালে নতুন ভর্তি ফি প্রায় ২৫ হাজার টাকা। সিকিউরিটি (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ইংরেজি মাধ্যম

(১৬শ পৃঃ পর)

হিসেবে দিতে হবে ১০ হাজার টাকা। স্কুলে প্লে গ্রুপের টিউশন ফি ৪ হাজার টাকা।

মহাখালির ডিওএইচএস-এ অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হতে লাগে ৮ হাজার টাকা। প্লে থেকে নার্সারীর বেতন আড়াই হাজার টাকা। স্ট্যান্ডার্ড ফাইভের বেতন ৪ হাজার টাকা। এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বেতন কমাতে বললে তারা সন্তানকে নিয়ে যেতে বলছেন। ফলে অভিভাবকদের জিম্মি হতে হচ্ছে।

অভিভাবকরা এসব স্কুলের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করতে সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

এ অতিরিক্ত বেতন ও ভর্তি ফি নির্ধারণের কারণ প্রসঙ্গে মাস্টার মাইন্ডের অধ্যক্ষ সৈয়দ ফখরুদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতমানের শিক্ষা দিতে আমাদের যে খরচ বহন করতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা মধ্যবিত্তের জন্য দুঃসাধ্য কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কিছুটা দুঃসাধ্য কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা কম প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি নতুন বইগুলোতে ভূগোল ও দেশীয় ইতিহাসভিত্তিক কিছু অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে বলে জানান। নীতিমালার প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকার যদি একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে দেয় তাহলে অবশ্যই তারা মেনে চলবেন। তবে আরেকটি ইংরেজি মাধ্যম আর্লি লার্নিংয়ের অধ্যক্ষ অতিরিক্ত বেতন প্রসঙ্গে অভিভাবকরাই দোষী বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অভিভাবকরা এসব স্কুলে হুমড়ি খেয়ে না পড়লে স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ব্যবসা করতে পারতেন না। শিক্ষা সচিব মমতাজুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে ইত্তেফাককে জানান, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যেই একটি আইন তৈরি করেছেন। যা কিছু দিনের মধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে।